হরিপুর উপজেলা পরিষদের
তথ্য, পরিকল্পনা ও বাজেট বই

বিষয় — পৃষ্ঠা নং

প্রথম অংশ: পরিকল্পনা ও উপজেলা পরিচিতি

ক) ভূমিকা ও প্রেক্ষাপট ---- ০২
খ) উপজেলা ইতিহাস ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি ---- ০২
০১ । উপজেলার পরিচিতি ---- ০২
০২ । উপজেলার মানচিত্র ---- ০২
০৩ । উপজেলার পটভূমি ---- ০৩
০৪ । উপজেলার ঐতিহ্য ---- ০৩
০৫ । মেলা ---- ০৯
০৬ । ভাষা ও সংস্কৃতি ---- ১০
০৭ । কৃষি ---- ১০
০৮ । যোগাযোগ ব্যবস্থা ---- ১০
০৯ । বরেণ্য ব্যক্তিত্ব ---- ১০
১০ । মুক্তিযুদ্ধে স্বরণীয় ও বরণীয় হরিপুরের ঘটনাবলী ---- ১১
গ) পরিকল্পনা বই প্রণয়নের উদ্দেশ্য ---- ১১
ঘ) পরিকল্পনা বই প্রণয়নের কর্ম পদ্ধতি ---- ১২
ঙ) তথ্য সংগ্রহ ও পরিকল্পনা প্রণয়নে সাংগঠনিক প্রক্রিয়া ---- ১২
চ) পরিকল্পনা বই প্রণয়নের সীমাবদ্ধতা ---- ১২

দ্বিতীয় অংশ: হরিপুর উপজেলার তথ্য সম্ভার

ক) উপজেলা পরিষদ, হরিপুর, ঠাকুরগাঁও
১ । এক নজরে হরিপুর উপজেলা ---- ১৪
২ । উপজেলা পরিষদের কার্যাবলি ---- ১৫
৩ । উপজেলা পরিষদের সাংগঠনিক কাঠামো ---- ১৫
৪ । হরিপুর উপজেলা পরিষদের বিভিন্ন সময়ে চেয়ারম্যানগণের নামের তালিকা ও কার্যকাল ---- ১৫

খ) উপজেলার হস্তান্তরিত বিভাগসমূহের সাধারণ তথ্য
১ । উপজেলা স্বাস্থ্য ও পঃপঃ কর্মকর্তার দপ্তর ---- ১৬
২ । উপজেলা পরিবার পরিকল্পনা অফিস ---- ১৬
৩ । উপজেলা কৃষি অফিস ---- ১৭
৪ । উপজেলা প্রাণিসম্পদ অফিস ---- ১৯
৫ । উপজেলা মৎস্য অফিস ---- ২০
৬ । উপজেলা প্রকৌশল দপ্তর(এলজিইডি) ---- ২০
৭ । উপজেলা জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর ---- ২১
৮ । উপজেলা শিক্ষা অফিস ---- ২২
৯ । উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিস ---- ২৩
১০ । উপজেলা সমাজসেবা অফিস ---- ২৪
১১ । উপজেলা সমবায় অফিস ---- ২৪
১২ । উপজেলা যুব উন্নয়ন অফিস ---- ২৫
১৩ । উপজেলা পল্লী উন্নয়ন অফিস ---- ২৬
১৪ । উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন অফিস ---- ২৭
১৫ । উপজেলা মহিলা বিষয়ক অফিস ---- ২৮
১৬ । উপজেলা বন বিভাগ ---- ২৯

বিষয় — পৃষ্ঠা নং

গ) উপজেলার অহস্তান্তরিত বিভাগসমূহের সাধারণ তথ্যাবলী
১। উপজেলা ভূমি অফিস ---------- ২৯
i. গেদুড়া ইউনিয়ন ভূমি অফিস ---------- ৩০
ii. আমগাঁও ইউনিয়ন ভূমি অফিস ---------- ৩০
iii. বকুয়া ডাঙ্গীপাড়া ইউনিয়ন ভূমি অফিস ---------- ৩১
iv. হরিপুর ইউনিয়ন ভূমি অফিস ---------- ৩১
v. ভাতুরিয়া ইউনিয়ন ভূমি অফিস ---------- ৩২
২। উপজেলা খাদ্য অফিস ---------- ৩৩
৩। উপজেলা নির্বাচন অফিস ---------- ৩৩
৪। উপজেলা পরিসংখ্যান দপ্তর ---------- ৩৪
৫। সাব রেজিস্ট্রার অফিস ---------- ৩৫
৬। সহকারী সেটেলমেন্ট অফিস ---------- ৩৬
৭। উপজেলা রির্সোস সেন্টার(ইউআরসি) ---------- ৩৭
৮। আনসার ও ভিডিপি অফিস ---------- ৩৭
৯। বরেন্দ্র অফিস (বিএমডিএ) ---------- ৩৮
১০। পল্লী দারিদ্র বিমোচন ফাউন্ডেশন ---------- ৩৮

ঘ) উপজেলার অন্যান্য বিভাগসমূহের সাধারণ তথ্যাবলী
১। ডাক বিভাগ ---------- ৩৯
২। টেলিযোগাযোগ বিভাগ ---------- ৪০

ঙ) উপজেলার সকল ইউনিয়ন পরিষদ সমূহের সাধারণ তথ্যাবলী
০১ নং গেদুড়া ইউনিয়ন পরিষদ ---------- ৪০
০২ নং আমগাঁও ইউনিয়ন পরিষদ ---------- ৪৩
০৩ নং বকুয়া ইউনিয়ন পরিষদ ---------- ৪৬
০৪ নং ডাঙ্গীপাড়া ইউনিয়ন পরিষদ ---------- ৪৯
০৫ নং হরিপুর ইউনিয়ন পরিষদ ---------- ৫১
০৬ নং ভাতুরিয়া ইউনিয়ন পরিষদ ---------- ৫৪

তৃতীয় অংশ: উপজেলা পরিষদের সম্পদ মানচিত্র
ক) উপজেলা পরিষদের বিগত ০৩ বছরের বাজেট ---------- ৫৮
খ) হস্তান্তরিত বিভাগসমূহের রাজস্ব প্রাপ্তি ও ব্যয় এবং উন্নয়ন প্রাপ্তি ও ব্যয় ---------- ৫৯
গ) অহস্তান্তরিত বিভাগসমূহের রাজস্ব প্রাপ্তি ও ব্যয় এবং উন্নয়ন প্রাপ্তি ও ব্যয় ---------- ৬০
ঘ) স্থানীয় আর্থিক প্রতিষ্ঠান ও ব্যাংকসমূহের স্থিতি ---------- ৬১
ঙ) এনজিওগুলোর কার্যক্রম, আর্থিক প্রাপ্তি ও ব্যয় ---------- ৬৫

চতুর্থ অংশ: পঞ্চবার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা
ক) ভিশন (**Vision**) ---------- ৭০
খ) মিশন (**Mission**) ---------- ৭০
গ) বিভাগ ভিত্তিক উন্নয়ন পরিকল্পনা (আগামী ৫ বছরের উন্নয়ন পরিকল্পনা ও লক্ষ্যমাত্রা) ---------- ৭১

পঞ্চম অংশ: অর্জিত সাফল্য ও বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা
ক) উপজেলার বিভিন্ন দপ্তরের কার্যক্রমের অর্জিত সাফল্য ও বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনার তথ্যাবলি ---------- ৮৫

ষষ্ঠ অংশ: হরিপুর উপজেলা পরিষদের বাজেট
ক) হরিপুর উপজেলা পরিষদের ২০১৪-১৫ অর্থ বছরের বাজেট ---------- ৮৫

সপ্তম অংশ: সচিত্রে উপজেলা পরিষদ, হরিপুর, ঠাকুরগাঁও
ক) উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান, ভাইস চেয়ারম্যানদ্বয় এবং ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যানগণের পরিচিতি --- ৯৭
খ) উপজেলা সকল কর্মকর্তাবৃন্দের পরিচিতি ---------- ৯৮
গ) উপজেলা বিভিন্ন প্রকল্প/কর্মকান্ডের আলোকচিত্র ---------- ১০০

প্রথম অংশ

পরিকল্পনা ও উপজেলা পরিচিতি

ক) ভূমিকা ও প্রেক্ষাপটঃ

বাংলাদেশের সংবিধানে তৃণমূল পর্যায়ে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা সুপ্রতিষ্ঠিত করার জন্য স্থানীয় সরকারকে প্রতিনিধিত্বমূলক প্রতিষ্ঠান এবং একই সাথে জনগণের অংশগ্রহণে গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম হিসেবে স্বীকৃতি দেয়া হয়েছে। স্থানীয় সরকার কাঠামোর শক্তিশালীকরণ এবং এ ব্যবস্থাকে একটি উন্নয়ণমুখী, সেবাধমী ও কার্যকর প্রতিষ্ঠান হিসাবে গড়ে তুলতে সরকার দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। উপজেলা পরিষদ স্থানীয় সরকার কাঠামোতে একটি গুরুত্বপূর্ণ স্তর। জনগনের চাহিদা ভিত্তিক সেবা সরবরাহ প্রদানে উপজেলা পরিষদ কার্যকর ভূমিকা পালন করে থাকে। যে কোন উপজেলার সুষ্ঠ পরিকল্পনা ছাড়া কোন কাজই সুন্দরভাবে করা সম্ভব নয়। বর্তমান ও ভবিষ্যত কর্মকান্ডের মধ্যে সেতু বন্ধন সৃষ্টি করার নামই পরিকল্পনা। একটি সুষ্ঠ পরিকল্পনা এবং তার যথাযথ বাস্তবায়নের ওপর কাজের সফলতা নির্ভর করে। দেশের সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়নে তথ্যপ্রযুক্তি ব্যবহার নিশ্চিত কল্পে সরকারি সেবাকে জনগণের দোরগোড়ায় পৌছানোসহ স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা সম্পর্কে জনগনকে অবগত করার লক্ষে সরকার ঘোষিত রুপকল্প ২০২১ ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণে স্বত:স্ফুর্তভাবে পরিকল্পনা করা হয়। বর্তমান সরকার স্থানীয় সরকার বিভাগের আওতায় উপজেলা গভর্ন্যান্স প্রজেক্ট এর সহায়তায় উপজেলা পরিষদের পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা প্রণয়নের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। এ কারনেই উপজেলা পরিষদ আইন, ১৯৯৮ (২০০৯, ২০১১ ও ২০১৩ সালে সংশোধিত) এ দেশের উপজেলা সমূহের জন্য একটি বার্ষিক এবং পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা প্রণয়ন বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। এরই ধারাবাহিকতায় হরিপুর উপজেলা ২০১৪-২০১৫ অর্থ বছরের খাত ভিত্তিক পরিকল্পনার লক্ষ্যমাত্রার সাথে সামঞ্জস্য রেখে সংশ্লিষ্ট সকল উন্নয়ন খাতকে বিবেচনাপূর্বক স্থানীয় পর্যায়ে বার্ষিক ও পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা প্রণয়নের পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। উপজেলা পরিষদ এর নিজস্ব তহবিল, সরকারি অনুদান, বরাদ্দ এবং বিভিন্ন বিভাগের সম্পদসমূহ একটি দীর্ঘ মেয়াদী পরিকল্পনার আওতায় আনা হলে জনগন কাঙ্খিত সেবা পাবে এবং উন্নয়নের গতি আরো ত্বরান্বিত হবে।

একুশ শতকের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি পৃথিবীর দরিদ্র জনগোষ্ঠির জন্য খুলে দিয়েছে অপার সম্ভাবনার দুয়ার। বর্তমান শতাব্দীর বিশ্বায়নের ফলে একটি দেশের উন্নয়ন এবং দারিদ্র বিমোচনের ক্ষেত্রে তথ্য এবং যোগাযোগ প্রযুক্তি নিয়ামকের ভূমিকা পালন করছে। উপজেলা পরিষদকে একটি শক্তিশালী কার্যকর, গণতান্ত্রিক ও জবাবদিহিতামূলক স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে স্থানীয় সরকার বিভাগ কর্তৃক উপজেলা গর্ভন্যান্স প্রজেক্ট(ইউজেডজিপি) পাঁচ বছর মেয়াদী পরিকল্পনা প্রণয়নের বিষয়ে সবিশেষ গুরুত্ব পেয়েছে। তাই বলা যায় হরিপুর উপজেলার তথ্য, পরিকল্পনা ও বাজেট বই প্রণয়নের এ উদ্যোগ সরকারের উন্নয়নে সহায়ক ভূমিকা পালন করবে।

খ) উপজেলা ইতিহাস ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি

১। উপজেলার পরিচিতি ঃ

১৯০৯ সালে হরিপুর থানার সৃষ্টি এবং ১৯৮৩ সালে হরিপুর থানা উপজেলায় রুপান্তরিত হয়। হরিপুর উপজেলার আয়তন ২০১.০৬ বর্গ কিলোমিটার। এ উপজেলার পূর্বে রাণীশংকৈল উপজেলা, পশ্চিমে ভারতের পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য, উত্তরে রাণীশংকৈল উপজেলা এবং দক্ষিণে ভারত। হরিপুর উপজেলা অধিকাংশ স্থানেই বেলে ও দো-আঁশ মাটি। আবহাওয়া নাতিশীতোষ্ণ। প্রধান নদী 'নাগর ও কুলিক'। এ উপজেলায় মোট ইউনিয়ন ০৬টি এবং মৌজার সংখ্যা ৭৫টি।

২। উপজেলার মানচিত্রঃ

রানীশংকৈল থানা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে জন্ম নেয়া হরিপুর থানা প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য সৌন্দর্য মন্ডিত। হরিপুর উপজেলার পূর্ব ও পশ্চিমে দুই উপনদী কুলিক ও নাগর। আবহাওয়া নাতিশীতোষ্ণ। এই উপজেলার বর্তমানে ০৬ টি ইউনিয়ন আছে যথাঃ- গেদুড়া ইউনিয়ন পরিষদ, আমগাঁও ইউনিয়ন পরিষদ, বকুয়া ইউনিয়ন পরিষদ, ডাঙ্গীপাড়া ইউনিয়ন পরিষদ, হরিপুর ইউনিয়ন পরিষদ ও ভাতুরিয়া ইউনিয়ন পরিষদ।

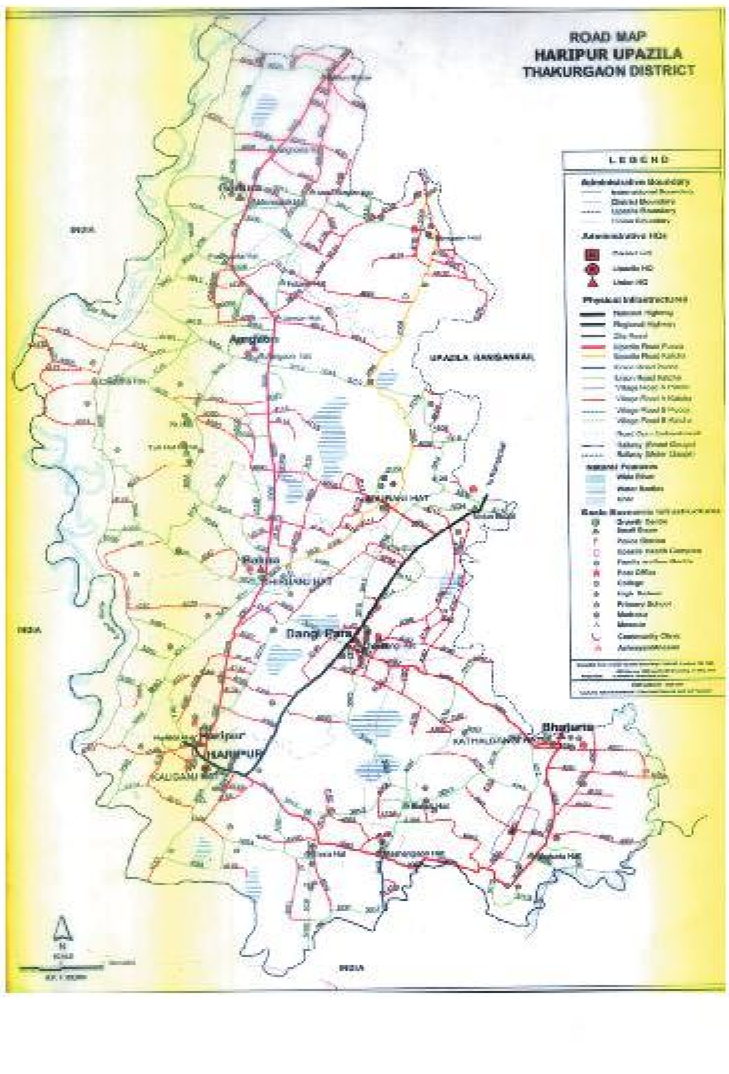

৩ । **উপজেলার পটভূমিঃ**

একদা নাগর পাড়ের কিশোর-কিশোরীরা নদীর সফেদ জলে স্নান করতো । কূল বধূরা কলসী কাঁখে পানি নিতে আসতো । রাজহংসেরা দল বেঁধে জলকেলী করত । সে নদী আজ জীবনমৃত । নদী তীরে কাশফুলের নৈসর্গিক দৃশ্যও আর চোখে পড়ে না । কত না প্রজাতির সুস্বাদু মাছ পাওয়া যেতো । সে সব আজ অতীত স্মৃতি । ঠাকুরগাঁও জেলার হরিপুর উপজেলা এ নাগর নদীর কোল ঘেসে ৭৬ বর্গমাইল এলাকা জুড়ে বিস্তৃত ।

১৯০৯ ইং সনে জন্ম নেয়া হরিপুর থানা একটি প্রাকৃতিক সৌন্দর্য মন্ডিত জনপদ । জেলা সদর থেকে ৬৫ কিঃমিঃ দক্ষিন পশ্চিমে অবস্থিত এখানকার মানুষেরা স্বভাবতই শান্তিপ্রিয়, কর্ম উদ্যোমী ও সাধারণ জীবন যাত্রায় অভ্যস্ত । এ অঞ্চলে ইতিহাসে সাক্ষ্য হয়ে রয়েছে অনেক পীর আউলিয়ার মাজার, দীঘি পুকুর ও মন্দির । আরও আছে ইতিহাস খ্যাত ভাতুরিয়া পরগনার রাজা গনেশের রাজাদীঘি ও রাজার কাচারী বাড়ির নিরাপত্তার জন্য বেষ্ঠনী, যা গড়ভবানীপুরের গড় নামে খ্যাত ।

হরিপুর জমিদার বাড়ি প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনের উজ্জল স্বাক্ষর বহন করছে । আনুমানিক চৌদ্দশত খ্রিষ্টাব্দে মেহেরুন নেছা নামে এক বিধবা মুসলিম মহিলা এ অঞ্চলের জমিদার ছিলেন । তাঁর বাড়ি ছিল অত্র উপজেলার মেদনীসাগর গ্রামে । জমিদারির খাজনা দিতে হতো বর্তমান ভারতের পশ্চিম বঙ্গ রাজ্যের পশ্চিম দিনাজপুরের রায়গঞ্জ থানার অর্ন্তগত "তাজপুর" পরগনার ফৌজারের (শাসনকর্তা) কাছে । খাজনা অনাদায়ের কারণে মেহেরুন নেছার জমিদারীর কিছু অংশ নিলাম হয়ে গেলে, একজন কাপড়ের ব্যবসায়ী (যিনি দুর দেশ থেকে আগত) শ্রী ঘনশ্যাম কুন্ডু কিনে নেন । ঘনশ্যামের পরবর্তী বংশধর দের একজন রাঘবেন্দ্র রায় চৌধুরী উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে বৃটিশ আমলে হরিপুর রাজবাড়ির কাজ শুরু করেন । কিন্তু তাঁর জীবদ্দশায় রাজ বাড়ির কাজ শেষ হয়নি । রাঘবেন্দ্র রায়ের পুত্র জগেন্দ্র রায় চৌধুরী উনবিংশ শতাব্দীর শেষ দিকে এর কাজ একরকম শেষ করেন । ১৯১১ সালে সম্রাট পঞ্চম জর্জের ভারত আগমনের স্মারক হিসেবে জগেন্দ্র রায় চৌধুরী তাঁর নিজের চৌদ্দটি মূর্তি বসান এবং সুবৃহৎ এ দালানটির কাজ শেষ করেন । এ সময় তিনি রাজর্ষি খেতাবে ভূষিত হন । ভবনটির দো'তলায় লতা-পাতার নকশা এবং পূর্ব দেয়ালে রাজর্ষি জগেন্দ্র নারায়নের চৌদ্দটি আবক্ষ মূর্তি আছে । ভবনটির পূর্ব পার্শ্বে একটি শিব মন্দির এবং এ মন্দিরের সামনে একটি নাট মন্দির আছে । রাজবাড়িতে একটি পাঠাগারও ছিল যার অস্তিত্ব বর্তমানে নাই । রাজবাড়িতে যে সিংহ দরজা ছিল তাও নিশ্চিহ্ন হয়েছে । ভবনের সামনে পূর্ব উত্তরে স্বচ্ছ জল-রাশির শান বাধানো পুকুরটি আজো যেন জমিদারীর জৌলুসের ঘোষণা দিয়ে যাচ্ছে । জমিদার বাড়ির আশে-পাশে আরও শান বাধানো পুকুর আছে । আরও ছিল অতি সুস্বাদু প্রজাতির আমের কয়েকটি বাগান, যা এখন নিশ্চিহ্ন প্রায় ।

১৯০০ সালের দিকে ঘনশ্যামের বংশধরেরা বিভক্ত হলে হরিপুর জমিদার বাড়িটিও দু'অংশে বিভক্ত হয় । জগেন্দ্র রায় চৌধুরী কর্তৃক নির্মিত বাড়িটি 'বড় তরফ' হিসেবে পরিচিতি পায় । এটির পশ্চিম পার্শ্বে নগেন্দ্র বিহারী রায় চৌধুরী ১৯০৩ সালে আর একটি রাজবাড়ি নির্মাণ করেন, যেটি 'ছোট তরফ' নামে পরিচিত । ১৯৭৩ সালে 'বড় তরফ' রাজবাড়িটি আরডিআরএস কর্তৃক আংশিক সংস্কার করা হয়েছিল । রাজবাড়িটি বঙ্গদেশের ইতিহাস ঐতিহ্য ও সংস্ক"তির এক নিরব স্বাক্ষী হয়ে আজও দাড়িয়ে আছে । আপনি হরিপুরে এলে বিরল স্'াপত্য শিল্পের দ"ষ্টি নন্দন প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনের এ রাজবাড়িটি দেখে যেতে ভুলবেন না যেন । (তথ্যসূত্রঃ জনাব মোঃ আসাদুজ্জামান বাবু, সাবেক উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান, হরিপুর, ঠাকুরগাঁও) ।

৪ । **উপজেলার ঐতিহ্য ঃ** হরিপুর উপজেলা একটি প্রাচীন জনপদের গৌরবোজ্জ্বল ঐতিহ্যের ভিন্নমাত্রিক স্মারক তার প্রত্নতাত্ত্বিক বিষয়ের গৌরবে স্থাপত্য শিল্পের নান্দনিক সৌন্দর্যের ক্ষেত্রে কতিপয় দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় । ঐতিহ্যবাহী নিদর্শনাদী, দর্শনীয় স্থান ও প্রত্নতত্ত্ব এর সংক্ষিপ্ত আলোচনা নিম্নে আলোচনা করা হলো ।

হরিপুর জমিদার বাড়ি (হরিপুর রাজবাড়ি)

হরিপুর উপজেলার কেন্দ্রস্থলে হরিপুর রাজবাড়ি অবস্থিত । এই রাজবাড়ি ঘনশ্যাম কুন্ডুর বংশধরদের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত । মুসলিম শাসন আমলে আনুমানিক ১৪০০ খ্রিষ্টাব্দে ঘনশ্যান কুন্ডু নামক একজন ব্যবসায়ী এন্ডি কাপরেড়র ব্যবসা করতে হরিপুরে আসেন । তখন মেহেরুন নেসা নামে এক বিধবা মুসলিম কাপড়ের নারী এ অঞ্চলের জমিদার ছিলেন । তাঁর বাড়ি মেদিনীসাগর গ্রামে । জমিদারির খাজনা দিতে হতো তাজপুর পরগনার ফৌজদারের নিকট । খাজনা অনাদায়ের কারণে মেহেরুন্নেসার জমিদারির কিছু অংশ নিলাম হয়ে গেলে ঘনশ্যাম কুন্ডু কিনে নেন ।

ঘনশ্যামের পরবর্তী বংশধরদের একজন রাঘবেন্দ্র রায় উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে বৃটিশ আমলে হরিপুর বাজবাড়ির কাজ শুরু করেন । কিন্তু তাঁর সময়ে রাজবাড়ির কাজ শেষ হয়নি । রাঘবেন্দ্র রায়ের পুত্র জগেন্দ্র নারায়ন রায় উনবিংশ শতাব্দীর শেষদিকে রাজবাড়ির নির্মাণ কাজ সমাপ্ত করেন । এ সময় তিনি বৃটিশ সরকার কর্তৃক রাজর্ষি উপাধিতে ভূষিত হন । জগেন্দ্র নারায়ণ রায়ের সমাপ্তকৃত রাজবাড়ির দ্বিতল ভবনে লতাপাতার নকশা এবং পূর্ব দেয়ালের শীর্ষে রাজর্ষি জগেন্দ্র নারায়ণের চৌদ্দটি আবক্ষ মূর্তি আছে । তাছাড়া ভবনটির পূর্বপাশে একটি শিব মন্দির এবং মন্দিরের সামনে নাট মন্দির রয়েছে । রাজবাড়িতে ছিল একটি বড় পাঠাগার যার অস্তিত্ব এখন নেই রাজবাড়িটির যে সিংহদরজা ছিল তাও নিশ্চিহ্ন হয়েছে । ১৯০০ সালের দিকে ঘনশ্যামের বংশধররা বিভক্ত হলে হরিপুর রাজবাড়ি ও দু'টি অংশে বিভক্ত হয়ে যায় । রাঘবেন্দ্র-জগেন্দ্র নারায়ণ রায় কর্তৃক নির্মিত রাজবাড়িটি বড় তরফের রাজবাড়ি নামে পরিচিতি । এই রাজবাড়ির পশ্চিম দিকে নগেন্দ্র বিহারী রায় চৌঃ গিরিজা বল্লভ রায় চৌঃ ১৯০৩ সালে আরেকটি রাজবাড়ি নির্মাণ করেন । যার নাম ছোট তরফ বলে পরিচিত হয় ।

অবস্থানঃ হরিপুর রাজবাড়ি উপজেলা সদরে অবস্থিত ।

হরিপুর রাজবাড়ির সম্মুখ অংশ

নিকট অতীতেরও কিছু ইতিহাস ছড়িয়ে আছে হরিপুর উপজেলায়। এর মধ্যে হরিপুর রাজবাড়িটি আজো কালের সা ক্ষী হয়ে দাড়িয়ে আছে। এই প্রাসাদোপম অট্টালিকাটি নির্মিত হয় ১৮৯৩ খ্রিষ্টাব্দে। এটি নির্মাণ কাজ শুরু করেন ঘনশ্যাম কুন্ডুর বংশধর রাঘববেন্দ্র রায় চৌধুরী, আর সম্পন্ন করেন তারই পুত্র জগেন্দ্র নারায়ণ রায় চৌধুরী। এক শতাব্দীরও বেশী পুরোনা এই অট্টালিকাটি দৃষ্টি নন্দন কারুকাজের বিলুপ্ত প্রায় নির্দশনগুলো প্রাচীনত্বের বিবেচনায় খুব মূল্যবান না হলেও এ অঞ্চলের একটি আকর্ষণীয় স্থাপত্য কীর্তি হিসেবে এখনো মানুষকে কাছে টেনে নিয়ে যায়। জগেন্দ্র নারায়ন রায় চৌধুরী বৃটিশ সরকার কর্তৃক রাজর্ষি উপাধিতে ভূষিত হয়েছিলেন। এ সময়ে বৃটিশ সরকার তাদের স্বার্থরক্ষার জন্যই সামন্তপ্রভুদের বিভিন্ন উপাধিতে ভূষিত করে খুশি করতে চাইতেন। জগেন্দ্র নারায়ণ রায় চৌধুরীকে এই একই উদ্দেশে রাজর্ষি উপাধিতে ভূষিত করে ছিলেন সত্য। কিন্তু এই উপাধি প্রদানের ক্ষেত্রে সম্ভবত আরো একটি বিষয় কাজ করে ছিলো। আর সেটি হলো তাঁর বিদ্যানুরাগ ও শিল্প সংস্কৃতি চর্চার ব্যাপারে আগ্রহ। রাজর্ষি জগেন্দ্র নারায়ণ যেমন আকর্ষণীয় স্থাপত্য শৈলীর প্রাসাদ নির্মাণ করেছিলেন তেমনি তিনি গড়ে তুলেছিলেন একটি সমৃদ্ধ গ্রন্থাগার। শিক্ষা ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে রাজর্ষির এই অনুরাগ শুধু তাঁর ব্যক্তিগত সমৃদ্ধির পরিচয় বহন করে তা নয়, সমগ্র হরিপুর বাসীর মানসিক ঐশ্বর্যের উজ্জল দিকটিকেও তুলে ধরে। শিক্ষা ও সংস্কৃতি চর্চার এই ধারায় যে আলোকিত জীবনের আকাঙ্খা সেদিন মানুষের মধ্যে ছড়িয়ে গিয়েছিলো তা আজো অনেকটাই বহমান রয়েছে হরিপুর জুড়ে।

হরিপুর রাজবাড়ির পেছনের অংশ

হরিপুর রাজবাড়ি শিব মন্দির

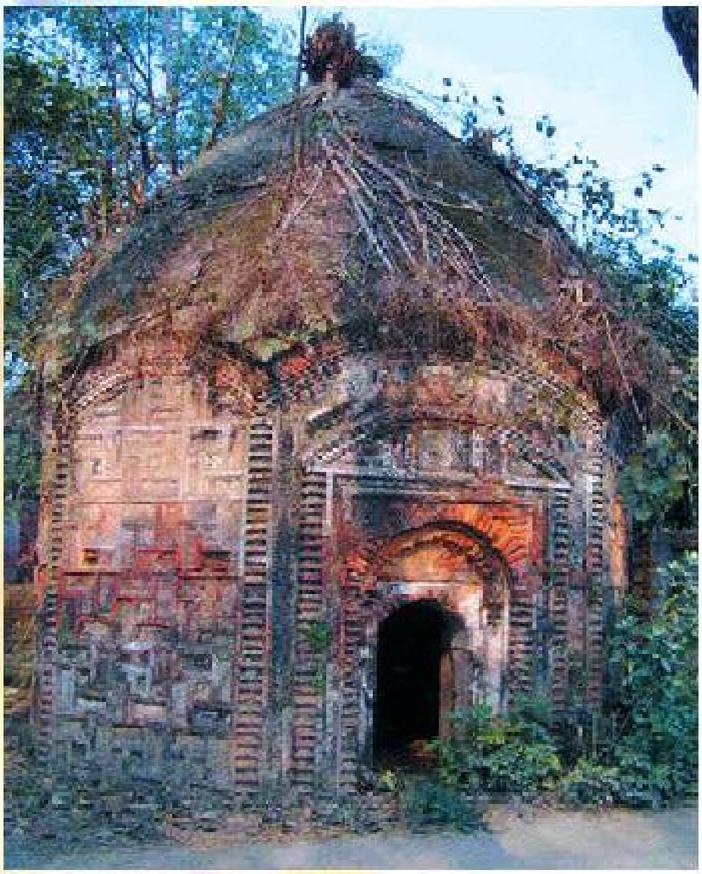

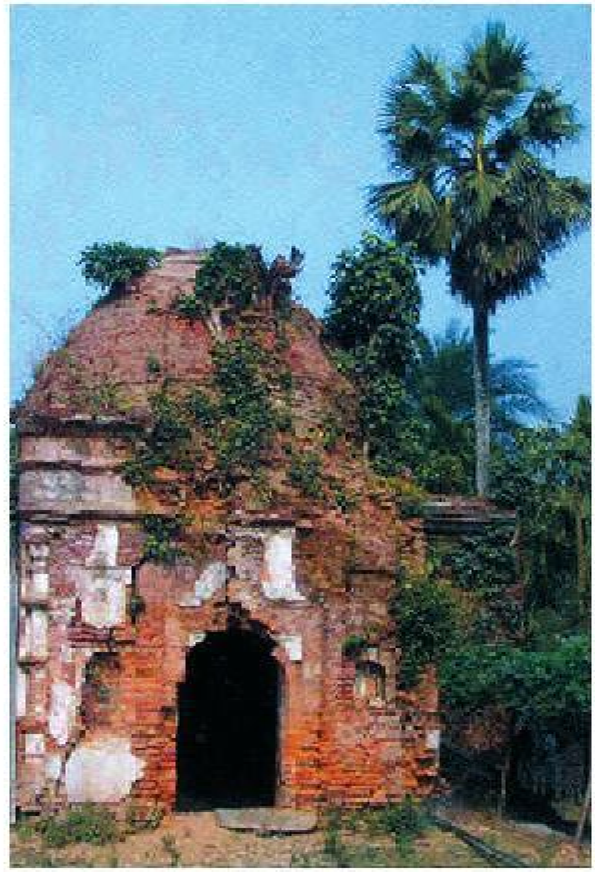

হরিপুর রাজবাড়ি শিব মন্দিরের বর্ণনাঃ

ছোট তরফের রাজবাড়ির সামনে একটি শিবমন্দির আছে। এর ছাদ অনেকটা ছাতা আকৃতির আটচালা বিশিষ্ট এবং দেয়ালগুলো অনুরূপ আট কোণ বিশিষ্ট। মন্দিরের চারদিকে বিভিন্ন নক্শা ও মূর্তির প্রতিকৃতি ছিল। এর দক্ষিণে একটি দরজা এবং পূর্ব ও পশ্চিমের দেয়ালে একটি করে ক্ষুদ্রাকৃতির জানালা আছে। মন্দিরটির ছাদ বর্তমানে প্রায় বিধ্বস্ত হওয়ার পথে। এই মন্দিরটি আনুমানিক চারশ বছরের পুরাতন। ছোট তরফের রাজবাড়ির সামনের পুরাতন শিব মন্দিরের পার্শ্বে নতুন শিব মন্দির তৈরী করা হয়েছে।

অবস্থানঃ হরিপুর উপজেলার কেন্দ্রস্থলে ছোট তরফের রাজবাড়ির সামনে অবস্থিত।

রাজাগণেশের গড়(গড় ভবাণীপুর ও ভাতুরিয়া প্রসঙ্গ)

হরিপুর উপজেলা থেকে প্রায় ০৮কিলোমিটার পূর্ব থেকে দক্ষিণে ভারতীয় সীমান্তের সন্নিকটে ভাতুরিয়া নামক গ্রামের কাছেই ভবানীপুর। অনেকে মনে করেন এটি রাজা গনেশের পরগণার অন্তর্গত ছিল। রাজা গনেশ ১৪১৪-১৮খ্রিষ্টাব্দে গড়টি স্থাপন করেছিলেন। গৌড়ের সিংহাসন লাভের পূর্বে তিনি এই অঞ্চলের প্রতাপশালী জমিদার ছিলেন। রাজা গনেশের মৃত্যুর পর তার হিন্দু বংশধররা ভাতুরিয়া গ্রামে বসবাস করেন। আবার এমন ধারণা প্রচলিত আছে যে, রাজা গণেশের রাজকর্মচারী দাহির কর্তৃক নির্মিত গড়টি গড়ভবানী নামে পরিচিত। রাম, মাধব, গোপাল ও যাদব নামে তাঁর চার পুত্র ছিল। এই চার পুত্রের নামে চারটি খামার প্রতিষ্ঠিত হয় এবং এগুলো পরবর্তীতে মৌজায় রুপান্তরিত হয়। গড়ের দৈর্ঘ্য উত্তর-দক্ষিণে প্রায় দেড় কিলোমিটার এবং প্রস্থ প্রায় এক কিলোমিটার। দূর্গের চার দিকে মাটির প্রাচীর দেখা যায়, যার উচ্চতা এখন প্রায় ০৮ ফুটের বেশী হবে না। গড়ের মাঝখান দিয়ে দক্ষিণ বরাবর কাঁচা রাস্তা চলে গেছে। রাস্তার পশ্চিমে একটি বেশ বড় ও গভীর দীঘি আছে ।দীঘিটি "তশ্বী দীঘি" নামে পরিচিত। গড়ের পূর্বে কুলিক নদী প্রবাহিত হয়েছে। বর্তমানে নদীটি মৃত প্রায়। পশ্চিম এবং উত্তরে জলাধার ছিল। নদী এবং জলাধার দ্বারা দূর্গটি ছিল অত্যান্ত সুরক্ষিত। গড়টিতে প্রাচীন ইমারতের কোন ধ্বংসাবশেষ পাওয়া যায়নি। তবে ইট ও মৃৎপাত্রের ভগ্ন অংশ এখনো কোন কোন জায়গায় পাওয়া যায়। দীঘির নিকটে আছে একটি মাজারের ধ্বংসাবশেষ। এর কাছেই রয়েছে প্রাচীন গোরস্থান। গড় ভবানীপুর এর সঠিক ইতিহাস পাওয়া কঠিন। মাজারের ধ্বংসাবশেষ দেখে মনে হয় এটি মুসলিম শাসনামলে পুনরায় ব্যবহৃত হয়েছে। প্রত্নত্বাত্তিক আবুল কালাম মোঃ জাকারিয়া বলেছেন- এ দুর্গটি এত অর্বাচীন নয়। খুব সম্ভব হিন্দু-বৌদ্ধ যুগে এটি নির্মিত হয়েছে।

মেদিনীসাগর জামে মসজিদ

হরিপুর উপজেলার উত্তরে মেদিনীসাগর জামে মসজিদটি অবস্থিত। স্থাপত্যকাল মোঘল আমল। বাইরের দিক থেকে মসজিদের দৈর্ঘ্য সাড়ে ৩১(একত্রিশ) ফুট এবং প্রস্থ ১৪ (চৌদ্দ) ফুট। ভিতরের দৈর্ঘ্য ২৪(চব্বিশ) ফুট এবং প্রস্থ ০৬(ছয়) ফুট। এক কাতারে নামাজ পড়া যায়। মিহরাব ও মিম্বার আছে। দুটি জানালা, তিনটি দরজা, আটটি কুলুঙ্গি, তিলটি খিলান রয়েছে। মসজিদের চার কোণে চারটি কৌণিক থামের নিচে ঘড়া আছে। এছাড়া মসজিদের পূর্ব ও পশ্চিম দেয়ালে দুটি করে চারটি থাম রয়েছে।

অবস্থানঃ হরিপুর উপজেলার উত্তরে মেদিনীসাগর জামে মসজিদটি অবস্থিত।

হরিপুর উপজেলা আমাইদীঘি কেন্দ্রীয় কালীমন্দির

হরিপুর উপজেলা পরিষদের সামনে একটি কালীমন্দির আছে। যা আমাইদীঘি পাড়ে অবস্থিত। কালী মন্দিরের দুই পার্শ্বে দুটি শত বছরের পুরানো বট বৃক্ষ রয়েছে। এর ছাদ অনেকটি ছাতা আকৃতির আটচালা বিশিষ্ট এবং দেয়ালগুলো অনুরূপ আট কোট বিশিষ্ট মন্দিরের চারিদিকে বিভিন্ন নকশা ও মূর্তির প্রতিকৃতি ছিল। এর দক্ষিণে একটি দরজা এবং পূর্ব ও পশ্চিমে দেয়ালে একটি করে ক্ষুদ্রাকৃতির জানালা আছে। মন্দিরটির ছাদ বর্তমানে প্রায় বিধ্বস্ত হওয়ার পথে। এই মন্দিরটি আনুমানিক চার'শ বছরের পুরাতন।

মেদনীসাগর দীঘি

ঠাকুরগাঁও অঞ্চলে প্রাচীনকালে বেশ কিছু নদী ও নিচু জলাভূমি ছিল। আর ছিল ঘন বন জঙ্গল। ফলে পতিত জমির পরিমাণ ছিল অনেক বেশী। তখন মানুষের মূল জীবিকা ছিল কৃষি। প্রাচীনকাল থেকে যেখানে নদী দূরে ছিল সেখানে জমির উর্বরতা বাড়াতে শুষ্ক মৌসুমে আবাদের জন্য এবং মানুষের দৈনন্দিন জীবনে পানির প্রয়োজন পুরণে প্রচুর দীঘি খনন করা হয়েছিল। রাজা, জমিদার বা তাদের প্রতিনিধিদের সহায়তায় জনহিতকর কাজের অংশ হিসেবে দীঘি খনন হয়। আবার কখনও স্থানীয় বাসিন্দারাও তাদের পানীয় সমস্যা মিটাতে এ ধরণের দীঘি খনন করেছিল বলে ধারণা করা হয়। এসবের অনেকগুলো এখন নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। এরই মধ্যে ঠাকুরগাঁও জেলার অনেকগুলো দীঘির মধ্যে হরিপুর উপজেলার মেদনীসাগর দীঘি অন্যতম।

আমাইদীঘি

আমাইদীঘি হরিপুর উপজেলা পরিষদ চত্বরে অবস্থিত। এটি অতি পুরাতন একটি দীঘি। আমাইদীঘির চতুর্দিকে শ্রী বৃদ্ধির জন্য বিভিন্ন প্রজাতির গাছপালা রয়েছে। যা ফলে উপজেলা পরিষদ চত্বরের পরিবেশ অতি-মনোরম হয়েছে।

নাগর নদী

ঠাকুরগাঁও এর নদ-নদীগুলোর মধ্যে টাঙ্গন, কুলিক ও নাগর উল্লেখযোগ্য। নদী বিধৌত এ জনপদের নদীসমূহ সাধারণত উত্তর থেকে দক্ষিণ দিকে প্রবাহমান। সারা বছর না হলেও বর্ষাকালে নদীগুলো যৌবন ফিরে পায়। প্রবল বন্যা সচরাচর দেখা যায় না। তবে অঞ্চল বিশেষে অতি বর্ষায় বন্যা হয়ে থাকে। হরিপুর উপজেলায় নিম্ন জলাশয় রয়েছে। পলি জমে নদীর গতিপথ সমূহ ধীরে ধীরে সংকুচিত হয়ে পড়ছে। এ এলাকায় নদ-নদী ছাড়া অনেকগুলো খাল-বিল রয়েছে। বর্ষা মৌসুমে খাল-বিলে যথেষ্ট পানি থাকে। তবে শুষ্ক মৌসুমে অধিকাংশ খালই শুকিয়ে যায়। শুধুমাত্র বড় বিলগুলোর কিছু অংশ জুরে পানি থাকে। হরিপুর উপজেলার অন্যতম নদী নাগর নদী। নাগর নদী ভারত হতে উৎপন্ন হয়ে পঞ্চগড় জেলা দিয়ে বাংলাদেশে প্রবেশ করেছে এবং পঞ্চগড়ের আটোয়ারী উপজেলা থেকে বালিয়াডাঙ্গী উপজেলায় প্রবেশ করে ঠাকুরগাঁও এর পশ্চিম সীমান্ত দিয়ে প্রবাহিত হয়ে অবশেষে নাগর নদী হরিপুর উপজেলা হয়ে ভারতে প্রবেশ করেছে। এছাড়া কুলিক নদী হচ্ছে নাগর নদীর উপ-নদী। এ নদীর স্রোতধারা বালিয়াডাঙ্গী, রাণীশংকৈল উপজেলা হয়ে হরিপুর উপজেলার ভাতুরিয়া ইউনিয়নের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়েছে। তীরনই নদী এবং নোনা খাল, যমুনা খাল ও জালুই খাল নামে কিছু উল্লেখযোগ্য খাল এই নদীতে মিশেছে। এদের মিলিত স্রোতধারা জেলার পশ্চিম অংশ দিয়ে প্রবাহিত হয়ে থাকে।